১. **মাদ্দে লাযেম কালমি মুসাক্কাল** (مد لازم كلمى مثقل) : শব্দের মধ্যে তাশদিদযুক্ত সাকিন আসে তবে তাহাকে মাদ্দে লাযেম কালমি মুসাক্কাল বলে। ইহাকেও চার আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন- تَامُرُوْنِّى

২. **মাদ্দে লাযেম কালমি মুখাফ্ফাফ** (مد لازم كلمى مخفف) : যদি শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পর সাকিন আসলি হলে তাহাকে মাদ্দে লাযেম কালমি মুখাফ্ফাফ বলে। ইহাকে চার আলিফ লম্বা করিয়া পড়তে হয। যেমন- آٰلْئٰنَ।

৩. **মাদ্দে লাযেম হরফি মুসাক্কাল** (مد لازم حرفى مثقل) : যদি মাদ্দের হরফের পর হরফের পর তাশদিদ যুক্ত সাকিন হরফ থাকলে তাহাকে মাদ্দে লাযেম হরফি মুসাক্কাল বলে। ইহাকে চার আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন- آلٓمّٓ

৪. **মাদ্দে লাযেম হরফি মুখাফ্ফাফ** (مد لازم حرفى مخفف) : মাদ্দের অক্ষরের পর তাশদীদযুক্ত কোন বর্ণ না থাকলে তাকে মাদ্দে লাযেম হরফি মুখাফ্ফাফ বলে। ইহাকে চার অলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন صٓ

- **কলকলার হরফ কয়টি**

কলকলার আওয়াজ লাফাইয়া উপরের দিকে যায় । শুনিতে যবরের মত শুনায় । اَبْ. اَجْ

কলকলার হরফ (৫) টি (ق ط ب ج د) (قطب جد)

আল-কুরআনে তিন প্রকারের গুন্নাহ আছে। (ক) ওয়াজিব গুন্নাহ (খ) নুনে সাকিন ও তানবিনের গুন্নাহ (গ) মি-মে সাকিনের গুন্নাহ।

- **অজুর ফরজ ৪টি**

১। সমস্ত মুখ ধোয়া।২। দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া।
৩। মাথা মাসাহ করা।৪। দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।

- **গোসলের ফরজ ৩টি**

১. গরগরার সহিত কুলি করা। (কণ্ঠনালী পর্যন্ত)
২. নাকে পানি দেওয়া। (নরম জায়গা পর্যন্ত)
৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

- **তায়াম্মুমের ফরজ ৩টি**

১. নিয়্যাত করা।
২. সমস্ত মুখ একবার মাসাহ করা।
৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসাহ করা।

- **নামাজের ফরজ ১৩টি**
- **নামাজের বাহিরে ৭টি:**

১.শরীর পাক ২.কাপড় পাক ৩. নামাজের জায়গা পাক ৪. সতর ঢাকা ৫. কিবলামুখী হওয়া ৬. সময় মত নামাজ পড়া ৭. নামাজের নিয়ত করা।

- **নামাযের ভিতরে ৬টি:**

১.তাকবীরে তাহরীমা ২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ৩. কিরাত পড়া ৪. রুকু করা ৫. সিজদা করা ৬. শেষ বৈঠক করা।

- **রোজার ফরজ দুইটি**

১.নিয়ত করা ২. সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা।

- **অজু ভঙ্গের কারণ ৭ টি**

১. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বাহির হওয়া।
২. মুখ ভরে বমি হওয়া।
৩. শরীরের ক্ষত স্থান হতে রক্ত পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।
৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।

৫. চিৎ বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমানো।
৬. পাগল মাতাল অচেতন হলে।
৭. নামাজে উচ্চস্বরে হাসলে।

- **দোয়ায়ে কুনুত (১)**

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তোমার ওপর ঈমান আনিতেছি এবং তোমার ওপর ভরসা করিতেছি। তোমার উত্তম প্রশংসা করিতেছি। তোমার শোকর আদায় করিতেছি এবং কখনও তোমার নাশোকরি বা কুফরি করি না। যাহারা তোমার নাফরমানি করে তাহাদের সহিত আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করি এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি (অন্য কারো ইবাদত করি না)। একমাত্র তোমার জন্য নামাজ পড়ি, তোমাকেই সিজদা করি (তুমি ছাড়া অন্য কাহারো জন্য নামাজও পড়ি না বা অন্য কাউকেও সিজদা করি না) এবং তোমার দিকে দ্রুত ধাবিত হই। তোমার আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকি। তোমার রহমতের আশা করি। তোমার আজাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আজাব কাফেরদেরকে গ্রেফতার করিবে।

- **কুনুতে নাযেলা**

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَ لَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّكَ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّي

اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَ انْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْيَهُوْدَ وَ النَّصَارٰي اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَائَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لَا تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ. (حِصْنِ حَصِيْن صـ ١٥٩-١٦٠)

- **জানাযা নামাজ পড়ার পদ্ধতি**

জানাযার নামাজ ৪ তাকবিরের সাথে পড়িতে হইবে। প্রথম তাকবিরের পরে সানা অথবা বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে সূরা ফাতিহা পড়িবেন। দ্বিতীয় তাকবিরের পরে দরূদে ইব্রাহিম পড়িবেন। তৃতীয় তাকবিরের পরে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবেন এবং চতুর্থ তাকবিরের শেষে সালাম ফিরাইবেন।

- **জানাযার ছানা :**

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَآئُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই, তোমার নাম বরকতময়, তোমার মহিমা অতি উচ্চ, তুমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

- **জানাযার দোয়া :** (বালেগদের জন্য)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ۔

হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ,

নারী সবাইকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবিতদেরকে ইসলামে ওপর জীবিত রাখুন এবং মৃত্যুকালে ঈমানের ওপর মৃত্যু দিন।

- **জানাযার দোয়া :** (নাবালেগ ছেলের জন্য)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

হে আল্লাহ! ওহাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী করো ও ওহাকে আমাদের পুরস্কার ও সাহায্যের উপলক্ষ্য করো এবং ওহাকে আমাদের সুপারিশকারী ও গ্রহণীয় সুপারিশকারী বানাও।

- **জানাযার দোয়া :** (নাবালেগ মেয়ের জন্য)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

হে আল্লাহ! ওহাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী করো ও ওহাকে আমাদের পুরস্কার ও সাহায্যের উপলক্ষ্য করো এবং ওহাকে আমাদের সুপারিশকারী ও গ্রহণীয় সুপারিশকারী বানাও।